অষ্টাদশ অধ্যায়

বরাহদেবের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের যুদ্ধ

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ

তদেবমাকর্ণ্য জলেশভাষিতং
মহামনাস্তদ্বিগণয্য দুর্মদঃ ।
হরের্বিদিত্বা গতিমঙ্গ নারদাদ্
রসাতলং নির্বিবিশে ত্বরান্বিতঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়; উবাচ—বললেন; তৎ—তা; এবম্—এইভাবে; আকর্ণ্য—শ্রবণ করে; জল-ঈশ—জলের নিয়ন্তা বরুণের; ভাষিতম্—বাণী; মহা-মনাঃ—দাম্ভিক; তৎ—সেই বাণী; বিগণয্য—গুরুত্ব না দিয়ে; দুর্মদঃ—অহঙ্কারী; হরেঃ—পরমেশ্বর ভগবানের; বিদিত্বা—অবগত হয়ে; গতিম্—অবস্থান; অঙ্গ—হে প্রিয় বিদুর; নারদাৎ—নারদ মুনির থেকে; রসাতলম্—সমুদ্রের গভীরে; নির্বিবিশে—প্রবেশ করেছিল; ত্বরা-অন্বিতঃ—অত্যন্ত দ্রুত বেগে।

অনুবাদ

মৈত্রেয় বলতে লাগলেন—গর্বোদ্ধত এবং অহঙ্কারী দৈত্যটি বরুণের সেই বাক্য বিশেষ গ্রাহ্য করল না। হে প্রিয় বিদুর, সে নারদের কাছ থেকে পরমেশ্বর ভগবানের অবস্থান অবগত হয়ে, দ্রুত বেগে রসাতলে প্রবেশ করেছিল।

তাৎপর্য

যুদ্ধপ্রিয় জড়বাদীরা তাদের সব চাইতে বলবান শত্রু পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে ভয় পায় না। সেই দৈত্যটি যখন বরুণের কাছ থেকে জানতে পেরেছিল যে, একজন যোদ্ধা আছেন যিনি প্রকৃতপক্ষে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারবেন, তখন সে অত্যন্ত অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধ করার

জন্য অত্যন্ত উৎসাহ সহকারে তাঁকে খুঁজতে শুরু করেছিল, যদিও বরুণ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করলে তার দেহটি অবশেষে কুকুর, শৃগাল এবং শকুনের আহারে পরিণত হবে। যেহেতু আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তিরা নিতান্তই বুদ্ধিহীন, তাই তারা অজিত বা যাঁকে কেউ কখনও পরাজিত করতে পারে না, সেই বিষ্ণুর সঙ্গে যুদ্ধ করার সাহস করে।

শ্লোক ২

দদর্শ তত্রাভিজিতং ধরাধরং
প্রোন্নীয়মানাবনিমগ্রদংষ্ট্রয়া ।
মুহুস্তমক্ষ্ণা স্বরুচোঽরুণশ্রিয়া
জহাস চাহো বনগোচরো মৃগঃ ॥ ২ ॥

দদর্শ—সে দেখেছিল; **তত্র**—সেখানে; **অভিজিতম্**—বিজয়ী; **ধরা**—পৃথিবী; **ধরম্**—ধারণ করে; **প্রোন্নীয়মান**—ঊর্ধ্বে উত্তোলন করে; **অবনিম্**—পৃথিবীকে; **অগ্র-দংষ্ট্রয়া**—তাঁর দশনাগ্রের দ্বারা; **মুহুস্তম্**—হ্রাস করেছিলেন; **অক্ষ্ণা**—তাঁর চক্ষুর দ্বারা; **স্ব-রুচঃ**—হিরণ্যাক্ষের তেজ; **অরুণ**—রক্তাভ; **শ্রিয়া**—উজ্জ্বল; **জহাস**—সে উপহাস করেছিল; **চ**—এবং; **অহো**—ও; **বন-গোচরঃ**—উভচর; **মৃগঃ**—পশু।

অনুবাদ

সে তখন সেখানে সর্ব শক্তিমান পরমেশ্বরকে তাঁর বরাহরূপে তাঁর দশনাগ্রের দ্বারা পৃথিবীকে ঊর্ধ্বে উত্তোলন করতে দেখেছিল। তিনি তাঁর আরক্ত নেত্রের দ্বারা সেই দৈত্যের তেজরাশি হরণ করেছিলেন। সেই দৈত্য তখন উপহাস করে বলেছিল—ও, এইটি একটি উভচর জন্তু।

তাৎপর্য

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের বরাহ অবতারের কথা আলোচনা করেছি। বরাহদেব যখন তাঁর দশনের দ্বারা জলের গভীরে নিমজ্জিত পৃথিবীকে উত্তোলন করছিলেন, তখন মহা দৈত্য হিরণ্যাক্ষ তাঁকে দেখে, তাঁকে একটি জন্তু বলে সম্বোধন করে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল। অসুরেরা ভগবানের অবতারের তত্ত্ব বুঝতে পারে না; তারা মনে করে যে, মীন, বরাহ অথবা কূর্মরূপে তাঁর অবতার একটি বৃহদাকার জন্তু মাত্র। এমন কি পরমেশ্বর ভগবানের নররূপী অবতারকেও

তারা বুঝতে পারে না, তাই তারা তাঁকে অবজ্ঞা করে। চৈতন্য-সম্প্রদায়ে কখনও কখনও নিত্যানন্দ প্রভুর অবতরণ সম্বন্ধেও একটি আসুরিক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। নিত্যানন্দ প্রভুর দেহ চিন্ময়, কিন্তু আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা মনে করে, পরমেশ্বর ভগবানের দেহ আমাদেরই মতো জড়। *অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ* —যাদের কোন বুদ্ধি নেই, তারা ভগবানের চিন্ময় রূপকে জড় মনে করে অবজ্ঞা করে।

শ্লোক ৩

আহৈনমেহ্যজ্ঞ মহীং বিমুঞ্চ নো
রসৌকসাং বিশ্বসৃজেয়মর্পিতা ।
ন স্বস্তি যাস্যস্যনয়া মমেক্ষতঃ
সুরাধমাসাদিতসূকরাকৃতে ॥ ৩ ॥

আহ—হিরণ্যাক্ষ বলেছিল; **এনম্**—ভগবানকে; **এহি**—এসে যুদ্ধ কর; **অজ্ঞ**—রে মূর্খ; **মহীম্**—পৃথিবীকে; **বিমুঞ্চ**—পরিত্যাগ কর; **নঃ**—আমাদের; **রসা-ওকসাম্**—রসাতলবাসীদের; **বিশ্ব-সৃজা**—বিশ্বের স্রষ্টা; **ইয়ম্**—এই পৃথিবী; **অর্পিতা**—অর্পণ করেছেন; **ন**—না; **স্বস্তি**—মঙ্গল; **যাস্যসি**—তুই যাবি; **অনয়া**—এইটি সহ; **মম ঈক্ষতঃ**—যখন আমি দেখছি; **সুর-অধম**—রে দেবতাধম; **আসাদিত**—গ্রহণ করে; **সূকর-আকৃতে**—শূকরের রূপ।

অনুবাদ

ভগবানকে সম্বোধন করে সেই দৈত্য বলল—রে শূকর-রূপধারী দেবশ্রেষ্ঠ! আমার কথা শোন্। রসাতলবাসী আমাদেরকে এই পৃথিবী প্রদান করা হয়েছে, এবং আমার দ্বারা আহত না হয়ে, আমার উপস্থিতিতে তুই তা নিয়ে যেতে পারবি না।

তাৎপর্য

এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীধর স্বামী উল্লেখ করেছেন যে, যদিও সেই দৈত্যটি বরাহ-রূপধারী পরমেশ্বর ভগবানকে উপহাস করতে চেয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেক শব্দের দ্বারা সে তাঁকে পূজা করেছিল। যেমন, সে তাঁকে *বনগোচরঃ* বলে সম্বোধন করেছে, যার অর্থ হচ্ছে 'যিনি বনে বাস করেন', কিন্তু *বনগোচর* শব্দটির আর একটি অর্থ হচ্ছে 'যিনি জলে শয়ন করেন'। বিষ্ণু জলে শয়ন করেন, তাই পরমেশ্বর ভগবানকে এই সম্বোধন যথাযথ। দৈত্যটি তাঁকে *মৃগঃ* বলে সম্বোধন করেছে,

যার অর্থ হচ্ছে পশু, কিন্তু অজ্ঞাতসারে এইভাবে সম্বোধন করার অর্থ হচ্ছে— মহর্ষিগণ, মহাত্মাগণ এবং পরমার্থবাদীগণ যাঁর অন্বেষণ করেন, সেই পরমেশ্বর ভগবান। সে তাঁকে অজ্ঞ বলেও সম্বোধন করেছে। শ্রীধর স্বামী বলেছেন যে, জ্ঞ মানে হচ্ছে 'জ্ঞান', এবং এমন কোন জ্ঞান নেই যা পরমেশ্বর ভগবানের অজ্ঞাত। তাই পরোক্ষভাবে সেই দৈত্যটি বলেছে যে, বিষ্ণু সব কিছু জানেন। দৈত্যটি তাঁকে *সুরাধম* বলে সম্বোধন করেছে। *সুর* মানে হচ্ছে 'দেবতা', এবং *অধম* মানে হচ্ছে 'সকলের প্রভু'। অর্থাৎ তিনি হচ্ছেন সমস্ত দেবতাদের প্রভু; তাই তিনি সমস্ত দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বা পরমেশ্বর ভগবান। দৈত্যটি যখন 'আমার উপস্থিতিতে' কথাটি প্রয়োগ করেছে, তার অর্থ হচ্ছে, 'আমার উপস্থিতি সত্ত্বেও, আপনি এই পৃথিবীকে নিয়ে যেতে সক্ষম'। *ন স্বস্তি যাস্যসি* —'আপনি যদি কৃপাপূর্বক এই পৃথিবীকে আমাদের কাছ থেকে নিয়ে না যান, তা হলে আমাদের কোন রকম কল্যাণ হতে পারে না।'

শ্লোক ৪

ত্বং নঃ সপত্নৈরভবায় কিং ভৃতো
যো মায়য়া হন্ত্যসুরান্ পরোক্ষজিৎ ।
ত্বাং যোগমায়াবলমল্পপৌরুষং
সংস্থাপ্য মূঢ় প্রমৃজে সুহৃচ্ছুচঃ ॥ ৪ ॥

ত্বম্—তুই; **নঃ**—আমাদের; **সপত্নৈঃ**—আমাদের শত্রুদের দ্বারা; **অভবায়**—হত্যা করার জন্য; **কিম্**—সেইটি কি; **ভৃতঃ**—পালিত; **যঃ**—যিনি; **মায়য়া**—প্রতারণার দ্বারা; **হন্তি**—বধ করেন; **অসুরান্**—অসুরদের; **পরোক্ষ-জিৎ**—যিনি অদৃশ্য থেকে জয় করেন; **ত্বাম্**—তুই; **যোগমায়া-বলম্**—যাঁর শক্তি হচ্ছে যোগমায়া; **অল্প-পৌরুষম্**—অল্পশক্তি-সম্পন্ন; **সংস্থাপ্য**—হত্যা করে; **মূঢ়**—মূর্খ; **প্রমৃজে**—আমি দূর করব; **সুহৃৎ-শুচঃ**—আমার আত্মীয়-স্বজনদের শোক।

অনুবাদ

রে দুষ্ট! আমাদের হত্যা করার জন্য তুই আমাদের শত্রুদের দ্বারা পুষ্ট হয়েছিস এবং অদৃশ্য থেকে তুই কয়েকজন দৈত্যদের বধও করেছিস। রে মূর্খ! তোর শক্তি কেবল যোগমায়া, তাই আজ তোকে হত্যা করে, আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের শোক দূর করব।

তাৎপর্য

দৈত্য হিরণ্যাক্ষ *অভবায়* শব্দটি ব্যবহার করেছে, যার অর্থ হচ্ছে 'হত্যা করার জন্য'। শ্রীধর স্বামী তাঁর ভাষ্যে বলেছেন যে, এই 'হত্যা' মানে হচ্ছে মুক্তি, অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর চক্রকে বিনাশ করা। ভগবান জন্ম-মৃত্যুর প্রক্রিয়াকে বিনাশ করেন এবং নিজে অদৃশ্য থাকেন। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির কার্যকলাপ অচিন্ত্য, কিন্তু তাঁর সেই শক্তির স্বল্প প্রদর্শনের দ্বারা তিনি কৃপাপূর্বক অজ্ঞানের অন্ধকার থেকে সকলকে মুক্ত করতে পারেন। *শুচঃ* শব্দটির অর্থ হচ্ছে 'শোক'; ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি যোগমায়ার দ্বারা জড় জগতের শোক বিনাশ করতে পারেন। উপনিষদে (*শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ* ৬/৮) উল্লেখ করা হয়েছে, *পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে।* ভগবান সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচর, কিন্তু তাঁর শক্তি বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। অসুরেরা যখন সংকটাপন্ন হয়, তখন তারা মনে করে যে, ভগবান লুকিয়ে রয়েছেন এবং তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা ক্রিয়া করছেন। তারা মনে করে যে, তারা যদি ভগবানকে খুঁজে পেত, তা হলে কেবল তাঁকে দেখা মাত্রই তাঁকে মেরে ফেলতে পারত। হিরণ্যাক্ষ সেইভাবে চিন্তা করেছিল, এবং সে ভগবানকে যুদ্ধে আহ্বান করেছিল—"তুই দেবতাদের পক্ষ অবলম্বন করে আমাদের জাতির মহা ক্ষতি করেছিস, এবং সর্বদাই অদৃশ্য থেকে নানাভাবে তুই আমাদের আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করেছিস। এখন আমি তোকে মুখোমুখি দেখতে পেয়েছি, কাজেই তোকে আর আমি এখন ছাড়ব না। তোকে হত্যা করে তোর যৌগিক কুকীর্তি থেকে আমি আমার আত্মীয়-স্বজনদের রক্ষা করব।"

অসুরেরা সর্বদাই তাদের বাক্য এবং দর্শনের দ্বারাই কেবল ভগবানকে হত্যা করতে উৎসুক নয়, তারা মনে করে যে, জড়া শক্তিতে শক্তিমান হয়ে, ভৌতিক মারণাস্ত্রের দ্বারা তারা ভগবানকে হত্যা করতে পারবে। কংস, রাবণ, হিরণ্যকশিপু প্রভৃতি অসুরেরা মনে করেছিল যে, ভগবানকে হত্যা করার মতো যথেষ্ট শক্তি তাদের রয়েছে। অসুরেরা বুঝতে পারে না যে, ভগবান তাঁর বিবিধ শক্তির দ্বারা এমনই আশ্চর্যজনকভাবে ক্রিয়া করতে পারেন যে, সর্বত্র উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও, তিনি তাঁর নিত্য ধাম গোলোক-বৃন্দাবনে সর্বদা বিরাজ করেন।

শ্লোক ৫

ত্বয়ি সংস্থিতে গদয়া শীর্ণশীর্ষ-
ণ্যস্মদ্ভুজচ্যুতয়া যে চ তুভ্যম্ ।

বলিং হরন্ত্যৃষয়ো যে চ দেবাঃ
স্বয়ং সর্বে ন ভবিষ্যন্ত্যমূলাঃ ॥ ৫ ॥

ত্বয়ি—তুই যখন; সংস্থিতে—নিহত হবি; গদয়া—গদার দ্বারা; শীর্ণ—চূর্ণ হবে; শীর্ষণি—মস্তক; অস্মৎ-ভুজ—আমার বাহুর দ্বারা; চ্যুতয়া—নিক্ষিপ্ত হয়ে; যে—যারা; চ—এবং; তুভ্যম্—তোকে; বলিম্—উপহার; হরন্তি—নিবেদন করে; ঋষয়ঃ—ঋষিগণ; যে—যারা; চ—এবং; দেবাঃ—দেবতাগণ; স্বয়ম্—আপনা থেকে; সর্বে—সমস্ত; ন—না; ভবিষ্যন্তি—হবে; অমূলাঃ—মূলহীন।

অনুবাদ

সেই দৈত্যটি বলতে লাগল—আমার হস্ত নিক্ষিপ্ত গদার দ্বারা তোর মস্তক যখন চূর্ণ হবে এবং তোর মৃত্যু হবে, তখন দেবতা এবং ঋষিরা যারা ভক্তি সহকারে তোকে যজ্ঞভাগ নৈবেদ্য নিবেদন করে, তারাও সমূলে উৎপাটিত বৃক্ষের মতো আপনা থেকেই বিনষ্ট হবে।

তাৎপর্য

ভক্তেরা যখন শাস্ত্র-বিধি অনুসারে ভগবানের আরাধনা করে, তখন অসুরেরা অত্যন্ত বিচলিত হয়। বৈদিক শাস্ত্রে, নবীন ভক্তদের ভগবানের দিব্য নাম শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ আদি নবধা ভক্তি অনুশীলনে যুক্ত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করার জন্য জপ মালায় হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই মহামন্ত্র জপ করা বিধেয়। মন্দিরে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের অর্চন করা উচিত এবং বিশ্বে যথার্থ শান্তি স্থাপনের জন্য সাধু ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধির মানসে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিভিন্ন প্রকার প্রচার-কার্যে যুক্ত হওয়া উচিত। অসুরেরা এই সমস্ত কার্যকলাপ পছন্দ করে না। তারা সর্বদাই ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ। তারা সর্বদাই প্রচার করে যে, মন্দিরে ভগবানের পূজা না করে, কেবল ইন্দ্রিয় সুখভোগের জন্য জাগতিক উন্নতি-সাধনের চেষ্টায় সর্বদা যুক্ত থাকা উচিত। দৈত্য হিরণ্যাক্ষ ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করে, তার শক্তিশালী গদার দ্বারা ভগবানকে হত্যা করে, তাঁর আসুরিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান করতে চেয়েছিল। এখানে দৈত্যটি যে সমূলে উৎপাটিত বৃক্ষের কথা উল্লেখ করেছে, তা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ভক্তেরা মনে করেন যে, ভগবান হচ্ছেন সব কিছুর মূল। তাঁরা দৃষ্টান্ত দেয় যে, ঠিক যেমন উদর হচ্ছে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শক্তির উৎস, তেমনই ভগবান হচ্ছেন জড় এবং চিন্ময়

জগতের সমস্ত শক্তির আদি উৎস। তাই উদরে খাদ্য প্রদান করা যেমন দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সন্তুষ্টি-বিধানের পন্থা, তেমনই কৃষ্ণভাবনামৃত বা কৃষ্ণপ্রেমের বিকাশ হচ্ছে সমস্ত আনন্দের উৎসকে সন্তুষ্টি-বিধানের একমাত্র পন্থা। অসুরেরা সেই উৎসকে সমূলে উৎপাটিত করতে চায়, কেননা যদি মূল বা ভগবানকে বিনাশ করা যায়, তা হলে ভগবান এবং তাঁর ভক্তদের কার্যকলাপ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। সমাজে এই রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে অসুরেরা অত্যন্ত আনন্দিত হবে। অসুরেরা অবাধে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য সর্বদা ভগবৎবিহীন সমাজ সৃষ্টি করতে অত্যন্ত উৎসুক। শ্রীধর স্বামীর মতে, এই শ্লোকটির অর্থ হচ্ছে, যখন পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক দৈত্যটি তার গদা থেকে বঞ্চিত হবে, তখন কেবল নবীন ভক্তেরাই নয়, প্রাচীন ঋষিতুল্য ভগবদ্ভক্তেরাও অত্যন্ত প্রসন্ন হবেন।

শ্লোক ৬

স তুদ্যমানোঽরিদুরুক্ততোমরৈ-
র্দংষ্ট্রাগ্রগাং গামুপলক্ষ্য ভীতাম্ ।
তোদং মৃষন্নিরগাদম্বুমধ্যাদ্
গ্রাহাহতঃ সকরেণুর্যথেভঃ ॥ ৬ ॥

সঃ—তিনি; **তুদ্যমানঃ**—ব্যথিত হয়ে; **অরি**—শত্রুর; **দুরুক্ত**—কটু বাক্যের দ্বারা; **তোমরৈঃ**—অস্ত্রের দ্বারা; **দংষ্ট্র-অগ্র**—দশনাগ্রে; **গাম্**—অবস্থিত; **গাম্**—পৃথিবীকে; **উপলক্ষ্য**—দেখে; **ভীতাম্**—ভীতা; **তোদম্**—ব্যথা; **মৃষন্**—সহ্য করে; **নিরগাৎ**—তিনি বেরিয়ে এলেন; **অম্বু-মধ্যাৎ**—জলের মধ্য থেকে; **গ্রাহ**—কুমিরের দ্বারা; **আহতঃ**—আক্রান্ত; **স-করেণুঃ**—হস্তিনী সহ; **যথা**—যেমন; **ইভঃ**—হস্তী।

অনুবাদ

ভগবান যদিও সেই অসুরের কটু বাক্যরূপ অস্ত্রের দ্বারা ব্যথিত হয়েছিলেন, তবুও তিনি সেই বেদনা সহ্য করেছিলেন। তাঁর দশনাগ্রে অবস্থিত পৃথিবীকে ভীতা দেখে, তিনি জলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলেন, ঠিক যেমন কুমিরের দ্বারা আহত হস্তী তাঁর হস্তিনী সহ নির্গত হয়।

তাৎপর্য

মায়াবাদী দার্শনিকেরা বুঝতে পারে না যে, ভগবানের অনুভূতি রয়েছে। কেউ যখন ভগবানকে সুন্দর প্রশস্তি নিবেদন করেন, তখন ভগবান প্রসন্ন হন, এবং

তেমনই কেউ যদি তাঁর অস্তিত্ব অস্বীকার করে অথবা তাঁকে গালি দেয়, তখন ভগবান অসন্তুষ্ট হন। মায়াবাদী দার্শনিকেরা, যারা প্রায় অসুরের মতো, তারা ভগবানের নিন্দা করে। তারা বলে যে, ভগবানের মস্তক নেই, তাঁর কোন রূপ নেই, তাঁর কোন অস্তিত্ব নেই, এবং হাত, পা বা অন্য কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। পক্ষান্তরে তারা বলতে চায় যে, তিনি মৃত অথবা পঙ্গু। পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে এই সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ। এই প্রকার নাস্তিকতামূলক বর্ণনার দ্বারা তিনি কখনও প্রসন্ন হন না। এই ক্ষেত্রে, যদিও দৈত্যের মর্মভেদী শব্দের দ্বারা ভগবান ব্যথা অনুভব করেছিলেন, তবুও তাঁর ভক্ত দেবতাদের প্রীতি-সাধনের জন্য তিনি পৃথিবীকে উদ্ধার করেছিলেন। মূল কথা হচ্ছে এই যে, ভগবান আমাদেরই মতো সচেতন। তিনি আমাদের স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন হন, এবং তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কটূক্তির দ্বারা অপ্রসন্ন হন। তাঁর ভক্তদের রক্ষা করার জন্য, তিনি সর্বদাই নাস্তিকদের কটূক্তি সহ্য করতে প্রস্তুত থাকেন।

শ্লোক ৭

তং নিঃসরন্তং সলিলাদনুদ্রুতো
হিরণ্যকেশো দ্বিরদং যথা ঝষঃ ।
করালদংষ্ট্রোঽশনিনিস্বনোঽব্রবীদ্
গতহ্রিয়াং কিং ত্বসতাং বিগর্হিতম্ ॥ ৭ ॥

তম্—তাঁকে; **নিঃসরন্তম্**—নির্গত হয়ে; **সলিলাৎ**—জল থেকে; **অনুদ্রুতঃ**—পশ্চাদ্ধাবন করেছিল; **হিরণ্য-কেশঃ**—স্বর্ণ-বর্ণ কেশ-সমন্বিত; **দ্বিরদম্**—হস্তী; **যথা**—যেমন; **ঝষঃ**—কুমির; **করাল-দংষ্ট্রঃ**—ভয়ঙ্কর দন্ত-সমন্বিত; **অশনি-নিস্বনঃ**—বজ্রের মতো গর্জন করে; **অব্রবীৎ**—সে বলেছিল; **গত-হ্রিয়াম্**—যারা নির্লজ্জ তাদের জন্য; **কিম্**—কি; **তু**—যথার্থই; **অসতাম্**—অসৎ ব্যক্তিদের; **বিগর্হিতম্**—নিন্দনীয়।

অনুবাদ

ভগবান যখন জল থেকে বেরিয়ে এলেন, তখন হিরণ্যাক্ষ, যার মাথার চুল ছিল স্বর্ণাভ এবং যার দাঁত ছিল ভয়ঙ্কর, সে ভগবানের পশ্চাদ্ধাবন করেছিল, ঠিক যেমন কুমির হস্তীকে অনুসরণ করে। বজ্রের মতো গর্জন করে সে বলেছিল—যুদ্ধে আহ্বানকারী প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছ থেকে এইভাবে পালিয়ে যেতে তোর লজ্জা করে না? নির্লজ্জ প্রাণীর পক্ষে কোন কিছুই নিন্দনীয় নয়!

তাৎপর্য

ভগবান যখন পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য সেইটিকে হাতে নিয়ে জল থেকে বেরিয়ে আসছিলেন, তখন দৈত্যটি অপমানসূচক বাক্যের দ্বারা তাঁকে উপহাস করেছিল, কিন্তু ভগবান তা গ্রাহ্য করেননি কেননা তিনি তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। কর্তব্যপরায়ণ ব্যক্তির ভয় পাওয়ার কিছুই নেই। তেমনই যাঁরা শক্তিমান, তাঁরা শত্রুর উপহাস এবং কটূক্তিতে কোন রকম ভয় করেন না। ভগবানের কারও কাছ থেকেই ভয় করার কিছু নেই, তবুও তিনি তাঁর শত্রুকে উপেক্ষা করে তার প্রতি তাঁর কৃপা প্রদর্শন করেছিলেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়েছিল, যেন তিনি সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু কেবল পৃথিবীকে সংকট থেকে রক্ষা করার জন্য তিনি তা করেছিলেন, এবং হিরণ্যাক্ষের কটূক্তি সহ্য করেছিলেন।

শ্লোক ৮

স গামুদস্তাৎসলিলস্য গোচরে
বিন্যস্য তস্যামদধাৎস্বসত্ত্বম্ ।
অভিষ্টুতো বিশ্বসৃজা প্রসূনৈ-
রাপূর্যমাণো বিবুধৈঃ পশ্যতোঽহরেঃ ॥ ৮ ॥

সঃ—ভগবান; **গাম্**—পৃথিবীকে; **উদস্তাৎ**—উপরে; **সলিলস্য**—জলের; **গোচরে**—তাঁর দৃষ্টির অন্তর্গতি; **বিন্যস্য**—স্থাপন করে; **তস্যাম্**—পৃথিবীকে; **অদধাৎ**—সঞ্চার করেছিলেন; **স্ব**—তাঁর নিজের; **সত্ত্বম্**—অস্তিত্ব; **অভিষ্টুতঃ**—প্রশংসা করেছিলেন; **বিশ্ব-সৃজা**—ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার দ্বারা; **প্রসূনৈঃ**—পুষ্পের দ্বারা; **আপূর্যমাণঃ**—প্রসন্ন হয়ে; **বিবুধৈঃ**—দেবতাদের দ্বারা; **পশ্যতঃ**—যখন দেখছিল; **অরেঃ**—শত্রু।

অনুবাদ

ভগবান পৃথিবীকে জলের উপর তাঁর গোচরীভূত স্থানে সংস্থাপন করে, তাতে তাঁর আধার শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, যাতে সেইটি জলে ভেসে থাকতে পারে। তাঁর শত্রু যখন সেখানে দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছিল, তখন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা ভগবানের স্তুতি করেছিলেন, এবং অন্যান্য দেবতারা তাঁর উপর পুষ্প-বৃষ্টি করেছিলেন।

তাৎপর্য

যারা অসুর তারা কখনও বুঝতে পারে না, পরমেশ্বর ভগবান কিভাবে জলের উপর পৃথিবীকে ভাসিয়ে রেখেছিলেন, কিন্তু ভগবদ্ভক্তের পক্ষে তা মোটেই আশ্চর্যজনক নয়। কেবল পৃথিবীই নয়, কোটি-কোটি গ্রহ বায়ুতে ভাসছে, এবং এই ভাসমান থাকার শক্তি ভগবান তাদের মধ্যে সঞ্চার করেছেন; এ ছাড়া এর আর অন্য কোন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা নেই। জড়বাদীরা বিশ্লেষণ করতে পারে যে, গ্রহগুলি ভাসছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণের এই নিয়ম কার্য করে, পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশনায় অথবা নিয়ন্ত্রণাধীনে। ভগবদ্গীতায় ভগবানেরই বাক্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, ভৌতিক নিয়ম অথবা প্রাকৃতিক নিয়ম কিংবা সমস্ত লোকের বৃদ্ধি বা পালন, উৎপত্তি, এই সবের পিছনে রয়েছে ভগবানের নির্দেশ। ভগবানের কার্যকলাপ কেবল ব্রহ্মা আদি দেবতারাই বুঝতে পারেন, এবং তাই যখন তাঁরা দেখেছিলেন যে, ভগবান তাঁর অলৌকিক শক্তির দ্বারা পৃথিবীকে জলের উপর ভাসিয়ে রেখেছেন, তখন তাঁরা তাঁর সেই অপ্রাকৃত কার্যকলাপের প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁর উপর পুষ্প-বৃষ্টি করেছিলেন।

শ্লোক ৯

পরানুষক্তং তপনীয়োপকল্পং
মহাগদং কাঞ্চনচিত্রদংশম্ ।
মর্মাণ্যভীক্ষ্ণং প্রতুদন্তং দুরুক্তৈঃ
প্রচণ্ডমন্যুঃ প্রহসংস্তং বভাষে ॥ ৯ ॥

পরা—পিছন থেকে; **অনুষক্তম্**—অনুসরণকারী; **তপনীয়-উপকল্পম্**—প্রচুর স্বর্ণ-আভরণ ধারণকারী; **মহা-গদম্**—বিশাল গদা সহ; **কাঞ্চন**—স্বর্ণময়; **চিত্র**—সুন্দর; **দংশম্**—বর্ম; **মর্মাণি**—হৃদয়ের অন্তঃস্থল; **অভীক্ষ্ণম্**—নিরন্তর; **প্রতুদন্তম্**—ভেদ করে; **দুরুক্তৈঃ**—কটূক্তির দ্বারা; **প্রচণ্ড**—ভয়ঙ্কর; **মন্যুঃ**—ক্রোধ; **প্রহসন্**—হেসে; **তম্**—তাকে; **বভাষে**—বলেছিলেন।

অনুবাদ

সেই দৈত্যটি, যার দেহ বহু মূল্যবান অলঙ্কার, কঙ্কন এবং সুন্দর স্বর্ণময় বর্মে সজ্জিত ছিল, এক বিশাল গদা নিয়ে ভগবানের পশ্চাতে ধাবিত হয়েছিল। ভগবান

তার মর্মভেদী কটূক্তি সহ্য করেছিলেন, কিন্তু তাকে প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য তিনি তাঁর ভয়ঙ্কর ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন।

তাৎপর্য

দৈত্যটি যখন কটূক্তির দ্বারা ভগবানকে উপহাস করছিল, তখনই ভগবান তাকে দণ্ড দিতে পারতেন, কিন্তু দেবতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য এবং কর্তব্য সম্পাদনের সময় যে তাদের অসুরদের ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়, সেই শিক্ষা দেওয়ার জন্য ভগবান সেই দৈত্যটির দুর্ব্যবহার সহ্য করেছিলেন। সুতরাং তিনি তাঁর সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলেন মূলত দেবতাদের ভয় দূর করার জন্য, যাঁদের তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, তাঁদের রক্ষা করার জন্য তিনি সর্বদাই বিদ্যমান। ভগবানের প্রতি সেই দৈত্যটির উপহাস ছিল ঠিক কুকুরের ঘেউ ঘেউ করার মতো; এবং ভগবান যেহেতু জলের মধ্য থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করার কর্তব্য সম্পাদনে রত ছিলেন, তাই তিনি তা গ্রাহ্য করেননি। জড়বাদী অসুরেরা সর্বদাই বিভিন্ন আকারের প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ সঞ্চয় করে, এবং তারা মনে করে যে, প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ, দৈহিক শক্তি এবং জনপ্রিয়তা তাদের পরমেশ্বর ভগবানের ক্রোধ থেকে রক্ষা করতে পারবে।

শ্লোক ১০

শ্রীভগবানুবাচ

সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা
যুষ্মদ্বিধান্মৃগয়ে গ্রামসিংহান্ ।
ন মৃত্যুপাশৈঃ প্রতিমুক্তস্য বীরা
বিকত্থনং তব গৃহ্ণন্ত্যভদ্র ॥ ১০ ॥

শ্রী-ভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **সত্যম্**—যথার্থ; **বয়ম্**—আমরা; **ভোঃ**—ও হে; **বন-গোচরাঃ**—বনবাসী; **মৃগাঃ**—প্রাণী; **যুষ্মৎ-বিধান্**—তোর মতো; **মৃগয়ে**—বধ করার জন্য অন্বেষণ করছি; **গ্রাম-সিংহান্**—কুকুরদের; **ন**—না; **মৃত্যু-পাশৈঃ**—মৃত্যুরূপ বন্ধনের দ্বারা; **প্রতিমুক্তস্য**—বদ্ধ জীবের; **বীরাঃ**—বীর পুরুষগণ; **বিকত্থনম্**—গ্রাম্য কথা; **তব**—তোর; **গৃহ্ণন্তি**—গ্রাহ্য করে; **অভদ্র**—রে দুষ্কৃতকারী।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—আমরা যথার্থই বনবাসী প্রাণী, এবং আমরা তোর মতো কুকুরদের শিকারের অন্বেষণ করছি। যাঁরা মৃত্যু-পাশ থেকে মুক্ত, তাঁরা তোর অর্থহীন প্রলাপকে গ্রাহ্য করেন না, কেননা তুই মৃত্যুর নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ।

তাৎপর্য

অসুর এবং নাস্তিকেরা পরমেশ্বর ভগবানকে অপমান করতে পারে, কিন্তু তারা ভুলে যায় যে, তারা সকলেই জন্ম-মৃত্যুর নিয়মের অধীন। তারা মনে করে যে, পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করার মাধ্যমে, অথবা তাঁর প্রকৃতির কঠোর নিয়মকে অস্বীকার করার মাধ্যমে, তারা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারবে। *ভগবদ্গীতায়* বলা হয়েছে যে, কেবল ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে, জীব তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারে। কিন্তু অসুর এবং নাস্তিকেরা পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃতিকে জানবার চেষ্টা করে না; তাই তারা জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

শ্লোক ১১

এতে বয়ং ন্যাসহরা রসৌকসাং
গতহ্রিয়ো গদয়া দ্রাবিতাস্তে ।
তিষ্ঠামহেঽথাপি কথঞ্চিদাজৌ
স্থেয়ং ক্ব যামো বলিনোৎপাদ্য বৈরম্ ॥ ১১ ॥

এতে—আমরা নিজেরা; **বয়ম্**—আমরা; **ন্যাস**—দারিদ্র্যের; **হরাঃ**—চোরেরা; **রসা-ওকসাম্**—রসাতলের অধিবাসী; **গত-হ্রিয়ঃ**—নির্লজ্জ; **গদয়া**—গদার দ্বারা; **দ্রাবিতাঃ**—পশ্চাদ্ধাবন করেছিল; **তে**—তোর; **তিষ্ঠামহে**—আমরা অপেক্ষা করব; **অথ অপি**—তা সত্ত্বেও; **কথঞ্চিৎ**—কোনভাবে; **আজৌ**—যুদ্ধক্ষেত্রে; **স্থেয়ম্**—আমরা অবশ্যই থাকব; **ক্ব**—কোথায়; **যামঃ**—আমরা যেতে পারি; **বলিনা**—শক্তিশালী শত্রু সহ; **উৎপাদ্য**—সৃষ্টি করে; **বৈরম্**—শত্রুতা।

অনুবাদ

আমরা অবশ্যই রসাতলবাসীদের অধিকৃত ধন হরণ করে লজ্জাহীন হয়েছি। তোর শক্তিশালী গদার দ্বারা আহত হওয়া সত্ত্বেও, আমি কিছুকাল এই জলে থাকব,

কেননা তোর মতো শক্তিশালী শত্রুর সঙ্গে বিরোধ উৎপন্ন করে, আমার এখন যাওয়ার কোথাও স্থান থাকবে না।

তাৎপর্য

অসুরটির জানা উচিত ছিল যে, ভগবানকে কোন স্থান থেকে বিতাড়িত করা যায় না, কেননা তিনি হচ্ছেন সর্বব্যাপ্ত। অসুরেরা তাদের অধিকৃত বস্তুগুলিকে তাদের সম্পত্তি বলে মনে করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সব কিছুই পরমেশ্বর ভগবানের, এবং তাঁর ইচ্ছা মতো তিনি যে-কোন বস্তু যে-কোন সময় গ্রহণ করতে পারেন।

শ্লোক ১২

ত্বং পদ্রথানাং কিল যূথপাধিপো
ঘটস্ব নোঽস্বস্তয় আশ্বনূহঃ ।
সংস্থাপ্য চাস্মান্ প্রমৃজাশ্রু স্বকানাং
যঃ স্বাং প্রতিজ্ঞাং নাতিপিপর্ত্যসভ্যঃ ॥ ১২ ॥

ত্বম্—তুমি; পদ্-রথানাম্—পদাতিক সৈন্যদের; কিল—অবশ্যই; যূথপ—দলপতিদের; অধিপঃ—সেনাপতি; ঘটস্ব—প্রযত্ন কর; নঃ—আমাদের; অস্বস্তয়ে—পরাজিত করার জন্য; আশু—শীঘ্র; অনূহঃ—বিচার না করে; সংস্থাপ্য—হত্যা করে; চ—এবং; অস্মান্—আমাদের; প্রমৃজ—মোচন কর; অশ্রু—চোখের জল; স্বকানাম্—তোর আত্মীয়-স্বজনদের; যঃ—যে; স্বাম্—নিজের; প্রতিজ্ঞাম্—প্রতিশ্রুত বচন; ন—না; অতিপিপর্তি—পূর্ণ করে; অসভ্যঃ—সভায় বসার যোগ্য নয়।

অনুবাদ

তুই বহু পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি, এবং এখন তুই আমাদের পরাভূত করার জন্য শীঘ্রই প্রচেষ্টা করতে পারিস। তোর মূর্খ বাক্যালাপ পরিত্যাগ করে, এবং আমাদের হত্যা করে, তোর আত্মীয়-স্বজনদের অশ্রু মোচন করার চেষ্টা কর। যে গর্বোদ্ধত ব্যক্তি নিজের প্রতিজ্ঞার মর্যাদা রাখতে পারে না, সে সভায় বসার অযোগ্য।

তাৎপর্য

একজন দৈত্য মহা যোদ্ধা হতে পারে এবং বিশাল পদাতিক সৈন্যের সেনাপতি হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের উপস্থিতিতে সে শক্তিহীন এবং তার মৃত্যু

অবশ্যম্ভাবী। তাই ভগবান দৈত্যটিকে আহ্বান করেছিলেন, সে যেন পালিয়ে না গিয়ে তাঁকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করে।

শ্লোক ১৩

মৈত্রেয় উবাচ

সোঽধিক্ষিপ্তো ভগবতা প্রলব্ধশ্চ রুষা ভৃশম্ ।
আজহারোল্বণং ক্রোধং ক্রীড্যমানোঽহিরাড়িব ॥ ১৩ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মহর্ষি মৈত্রেয়; **উবাচ**—বললেন; **সঃ**—সেই দৈত্য; **অধিক্ষিপ্তঃ**—অপমানিত হয়ে; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **প্রলব্ধঃ**—উপহাস করেছিল; **চ**—এবং; **রুষা**—ক্রুদ্ধ; **ভৃশম্**—অত্যন্ত; **আজহার**—সংগ্রহ করেছিল; **উল্বণম্**—অধিক; **ক্রোধম্**—ক্রোধ; **ক্রীড্যমানঃ**—খেলা করলে; **অহি-রাট্**—বিশাল বিষধর সর্প; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—ভগবান যখন এইভাবে সেই দৈত্যটিকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন, তখন সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হয়ে, আহত প্রতিদ্বন্দ্বী বিশাল বিষধর সর্পের মতো ক্রোধে কম্পিত হতে লাগল।

তাৎপর্য

সাধারণ মানুষের কাছে কাল-সর্প অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, কিন্তু তাকে নিয়ে খেলা করতে পারে যে সাপুড়ে, তার কাছে সে একটি খেলার বস্তু। তেমনই, একটি দৈত্য তার নিজের রাজ্যে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হতে পারে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের কাছে সে অতি নগণ্য। রাক্ষস রাবণ দেবতাদের কাছেও অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ব্যক্তি ছিল, কিন্তু সে যখন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সম্মুখীন হয়, তখন সে ভয়ে কম্পিত হয়ে, তার আরাধ্য দেবতা শিবের কাছে প্রার্থনা করেছিল, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয়নি।

শ্লোক ১৪

সৃজন্নমর্ষিতঃ শ্বাসান্মন্যুপ্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ ।
আসাদ্য তরসা দৈত্যো গদয়ান্যহনদ্ধরিম্ ॥ ১৪ ॥

সৃজন্—ত্যাগ করে; **অমর্ষিতঃ**—ক্রুদ্ধ হয়ে; **শ্বাসান্**—নিঃশ্বাস ত্যাগ করে; **মন্যু**—ক্রোধের দ্বারা; **প্রচলিত**—বিচলিত হয়েছিল; **ইন্দ্রিয়ঃ**—যার ইন্দ্রিয়সমূহ; **আসাদ্য**—আক্রমণ করে; **তরসা**—দ্রুত; **দৈত্যঃ**—দৈত্য; **গদয়া**—তার গদার দ্বারা; **ন্যহনৎ**—আঘাত করেছিল; **হরিম্**—ভগবান শ্রীহরিকে।

অনুবাদ

ক্রোধের ফলে তার সমস্ত ইন্দ্রিয় বিচলিত হয়েছিল, এবং ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সেই দৈত্যটি দ্রুত বেগে ভগবানের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার শক্তিশালী গদার দ্বারা তাঁকে আঘাত করেছিল।

শ্লোক ১৫

ভগবাংস্তু গদাবেগং বিসৃষ্টং রিপুণোরসি ।
অবঞ্চয়ত্তিরশ্চীনো যোগারূঢ় ইবান্তকম্ ॥ ১৫ ॥

ভগবান্—ভগবান; **তু**—কিন্তু; **গদা-বেগম্**—গদার আঘাত; **বিসৃষ্টম্**—নিক্ষিপ্ত; **রিপুণা**—শত্রুর দ্বারা; **উরসি**—তাঁর বক্ষে; **অবঞ্চয়ৎ**—এড়িয়ে গিয়েছিলেন; **তিরশ্চীনঃ**—এক পাশে; **যোগ-আরূঢ়ঃ**—সিদ্ধ যোগী; **ইব**—যেমন; **অন্তকম্**—মৃত্যু।

অনুবাদ

কিন্তু ভগবান এক পাশে ঈষৎ সরে গিয়ে, তাঁর বক্ষের উপর নিক্ষিপ্ত শত্রুর প্রচণ্ড গদার আঘাত এড়িয়ে গিয়েছিলেন, ঠিক যেমন সিদ্ধ যোগী মৃত্যুকে বঞ্চনা করে।

তাৎপর্য

এখানে সিদ্ধ যোগীর প্রকৃতির নিয়মে প্রদত্ত মৃত্যুকে পরাভূত করার দৃষ্টান্তটি দেওয়া হয়েছে। শক্তিশালী গদার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের চিন্ময় বিগ্রহকে আঘাত করা দৈত্যের পক্ষে অসম্ভব ছিল, কেননা পরমেশ্বর ভগবানের শক্তিকে কেউ অতিক্রম করতে পারে না। যাঁরা উন্নত স্তরের পরমার্থবাদী, তাঁরা প্রকৃতির নিয়ম থেকে মুক্ত, এমন কি মৃত্যুর প্রভাবও তাঁদের উপর কার্যকরী হয় না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, যোগী মৃত্যুর আঘাতে আক্রান্ত হয়েছেন, কিন্তু ভগবানের কৃপায় তিনি ভগবানের সেবার জন্য এই প্রকার বহু আঘাত অতিক্রম করতে পারেন। ভগবান যেমন তাঁর স্বতন্ত্র শক্তির দ্বারা বিরাজমান, তেমনই ভগবানের কৃপায় ভক্তেরাও তাঁর সেবার জন্য জীবিত থাকেন।

শ্লোক ১৬

পুনর্গদাং স্বামাদায় ভ্রাময়ন্তমভীক্ষ্ণশঃ ।
অভ্যধাবদ্ধরিঃ ক্রুদ্ধঃ সংরম্ভাদ্দষ্টদচ্ছদম্ ॥ ১৬ ॥

পুনঃ—পুনরায়; **গদাম্**—গদা; **স্বাম্**—তার; **আদায়**—গ্রহণ করে; **ভ্রাময়ন্তম্**—ঘোরাতে ঘোরাতে; **অভীক্ষ্ণশঃ**—পুনঃ পুনঃ; **অভ্যধাবৎ**—ধাবিত হয়েছিল; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ক্রুদ্ধঃ**—রাগান্বিত; **সংরম্ভাৎ**—ক্রোধে; **দষ্ট**—দংশন করে; **দচ্ছদম্**—তার ঠোঁট।

অনুবাদ

সেই দৈত্যটি পুনরায় তার গদা গ্রহণ করে তা বার বার ঘোরাতে ঘোরাতে ক্রোধবশত দন্তের দ্বারা তার অধর দংশন করতে আরম্ভ করল, তখন পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, সেই দৈত্যের দিকে ধাবিত হলেন।

শ্লোক ১৭

ততশ্চ গদয়ারাতিং দক্ষিণস্যাং ভ্রুবি প্রভুঃ ।
আজঘ্নে স তু তাং সৌম্য গদয়া কোবিদোঽহনৎ ॥ ১৭ ॥

ততঃ—তার পর; **চ**—এবং; **গদয়া**—তাঁর গদার দ্বারা; **অরাতিম্**—শত্রু; **দক্ষিণস্যাম্**—ডান দিকে; **ভ্রুবি**—ভ্রূর মধ্যে; **প্রভুঃ**—ভগবান; **আজঘ্নে**—আঘাত করেছিলেন; **সঃ**—ভগবান; **তু**—কিন্তু; **তাম্**—গদা; **সৌম্য**—হে সৌম্য বিদুর; **গদয়া**—তার গদার দ্বারা; **কোবিদঃ**—দক্ষ; **অহনৎ**—সে আত্মরক্ষা করেছিল।

অনুবাদ

তারপর, ভগবান তাঁর গদা দিয়ে সেই শত্রুর ডান দিকের ভ্রূর মধ্যে আঘাত করেছিলেন। হে সৌম্য বিদুর, কিন্তু যেহেতু সেই দৈত্যটি যুদ্ধে দক্ষ ছিল, তাই সে তার সুনিপুণ গদা চালনার দ্বারা আত্মরক্ষা করেছিল।

শ্লোক ১৮

এবং গদাভ্যাং গুর্বীভ্যাং হর্যক্ষৌ হরিরেব চ ।
জিগীষয়া সুসংরব্ধাবন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ॥ ১৮ ॥

এবম্—এইভাবে; গদাভ্যাম্—তাঁদের গদার দ্বারা; গুর্বীভ্যাম্—বিশাল; হর্যক্ষঃ—হর্যক্ষ দৈত্য (হিরণ্যাক্ষ) হরিঃ—ভগবান হরি; এব—নিশ্চয়ই; চ—এবং; জিগীষয়া—জয় করার বাসনায়; সুসংরব্ধৌ—ক্রুদ্ধ; অন্যোন্যম্—পরস্পরকে; অভিজঘ্নতুঃ—তাঁরা আঘাত করেছিলেন।

অনুবাদ

এইভাবে, হর্যক্ষ দৈত্য এবং পরমেশ্বর ভগবান উভয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে, জয় লাভের বাসনায় পরস্পরকে তাঁদের বিশাল গদার দ্বারা আঘাত করতে লাগলেন।

তাৎপর্য

হর্যক্ষ হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের আর একটি নাম।

শ্লোক ১৯

তয়োঃ স্পৃধোস্তিগ্মগদাহতাঙ্গয়োঃ
ক্ষতাস্রবঘ্রাণবিবৃদ্ধমন্যোঃ ।
বিচিত্রমার্গাংশ্চরতোর্জিগীষয়া
ব্যভাদিলায়ামিব শুষ্মিণোর্মৃধঃ ॥ ১৯ ॥

তয়োঃ—তাঁরা দুইজনে; স্পৃধোঃ—দুই যোদ্ধা; তিগ্ম—তীক্ষ্ণ; গদা—গদার দ্বারা; আহত—আঘাতপ্রাপ্ত; অঙ্গয়োঃ—তাঁদের দেহ; ক্ষত-আস্রব—ক্ষত থেকে নির্গত রক্ত; ঘ্রাণ—গন্ধ; বিবৃদ্ধ—বর্ধিত; মন্যোঃ—ক্রোধ; বিচিত্র—বিভিন্ন প্রকারে; মার্গান্—কৌশল; চরতোঃ—প্রদর্শন করে; জিগীষয়া—জয় করার ইচ্ছায়; ব্যভাৎ—মনে হয়েছিল; ইলায়াম্—গাভীর জন্য (অথবা পৃথিবীর জন্য); ইব—মতো; শুষ্মিণোঃ—দুইটি বৃষ; মৃধঃ—সংগ্রাম।

অনুবাদ

দুই যোদ্ধার মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল। তাঁদের তীক্ষ্ণ গদার আঘাতে উভয়েরই দেহ আহত হয়েছিল, এবং তাঁদের ক্ষত থেকে নির্গত রক্তের গন্ধ পেয়ে, উভয়েই অতিশয় ক্রোধোদ্দীপ্ত হয়েছিলেন। উভয়েই পরস্পর জয়ের ইচ্ছায় গদা যুদ্ধের নানা প্রকার কৌশল প্রদর্শন করেছিলেন। গাভীর জন্য দুইটি মত্ত বৃষ যেমন সংগ্রাম করে, তাঁদের তখন ঠিক সেই রকম মনে হচ্ছিল।

তাৎপর্য

এখানে পৃথিবীকে ইলা বলা হয়েছে। পূর্বে এই পৃথিবী ইলাবৃতবর্ষ নামে পরিচিত ছিল, এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ যখন এই পৃথিবীর উপর রাজত্ব করছিলেন, তখন তাকে ভারতবর্ষ বলা হত। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষ হচ্ছে সারা পৃথিবীর নাম, কিন্তু ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ বলতে এখন কেবল একটি দেশকে বোঝায়। ভারতবর্ষ যেমন সম্প্রতি পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থানে বিভক্ত হয়েছে, তেমনই পূর্বে পৃথিবীর নাম ছিল ইলাবৃতবর্ষ, কিন্তু ধীরে ধীরে কালের প্রভাবে তা বিভিন্ন দেশের সীমায় বিভক্ত হয়ে গেছে।

শ্লোক ২০

দৈত্যস্য যজ্ঞাবয়বস্য মায়া-
গৃহীতবারাহতনোর্মহাত্মনঃ ।
কৌরব্য মহ্যাং দ্বিষতোর্বিমর্দনং
দিদৃক্ষুরাগাদৃষিভির্বৃতঃ স্বরাট্ ॥ ২০ ॥

দৈত্যস্য—দৈত্যের; **যজ্ঞ-অবয়বস্য**—পরমেশ্বর ভগবানের (যাঁর দেহের একটি অংশ হচ্ছে যজ্ঞ); **মায়া**—তাঁর শক্তির দ্বারা; **গৃহীত**—গ্রহণ করেছিলেন; **বারাহ**—বরাহের; **তনোঃ**—যাঁর রূপ; **মহা-আত্মনঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **কৌরব্য**—হে বিদুর (কুরুর বংশধর); **মহ্যাম্**—পৃথিবীর নিমিত্ত; **দ্বিষতোঃ**—দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর; **বিমর্দনম্**—যুদ্ধ; **দিদৃক্ষুঃ**—দর্শন করার বাসনায়; **আগাৎ**—এসেছিল; **ঋষিভিঃ**—ঋষিগণ দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত হয়ে; **স্বরাট্**—ব্রহ্মা।

অনুবাদ

হে কুরু-বংশজ। ব্রহ্মাণ্ডের দেবতাদের মধ্যে সব চাইতে স্বতন্ত্র ব্রহ্মা তাঁর অনুগামী ঋষিগণ কর্তৃক পরিবৃত হয়ে, পৃথিবীর নিমিত্ত সেই দৈত্য এবং বরাহরূপী পরমেশ্বর ভগবানের মধ্যে সেই প্রচণ্ড যুদ্ধ দর্শন করতে এসেছিলেন।

তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান এবং দৈত্যের মধ্যে সেই যুদ্ধকে একটি গাভীর জন্য দুইটি বৃষের যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। পৃথিবীকেও *গো* বা গাভী বলা হয়। গাভীর সঙ্গে কে সঙ্গম করবে সেই উদ্দেশ্যে যেমন বৃষদের মধ্যে যুদ্ধ হয়, তেমনই

পৃথিবীর উপর আধিপত্য করার উদ্দেশ্যে, দৈত্যদের সঙ্গে ভগবান অথবা তাঁর প্রতিনিধিদের সর্বদা যুদ্ধ হয়। এখানে পরমেশ্বর ভগবানকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে *যজ্ঞাবয়ব* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কারও মনে করা উচিত নয় যে, ভগবান একজন সাধারণ শূকরের শরীর ধারণ করেছিলেন। তিনি যে-কোন রূপ ধারণ করতে পারেন, এবং তাঁর সেই সমস্ত রূপই নিত্য। তাঁর থেকে অন্য সমস্ত রূপ প্রকাশিত হয়েছে। এই বরাহ-রূপকে কোন সাধারণ শূকরের রূপ বলে মনে করা উচিত নয়; প্রকৃতপক্ষে তাঁর দেহ যজ্ঞ বা আরাধনার উপচারে পূর্ণ। যজ্ঞ বিষ্ণুকে নিবেদন করা হয়। যজ্ঞ মানে হচ্ছে বিষ্ণুর শরীর। তাঁর দেহ জড় নয়; তাই তাঁকে একজন সাধারণ বরাহ বলে মনে করা উচিত নয়।

এখানে ব্রহ্মাকে *স্বরাট্* বলে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ণ স্বরাট্ কেবল ভগবান স্বয়ং, কিন্তু ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে প্রতিটি জীবেরও স্বল্প পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি জীবের এই প্রকার অল্প স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মা সমস্ত জীবেদের মধ্যে প্রধান হওয়ার ফলে, তাঁর স্বাতন্ত্র্য অন্য সকলের থেকে বেশি। তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি, এবং তাঁকে ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত ব্যাপারে তত্ত্বাবধান করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্য সমস্ত দেবতারা তাঁর জন্য কার্য করেন। তাই তাঁকে এখানে স্বরাট্ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি সর্বদা মহর্ষি এবং মহাত্মাগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকেন, যাঁরা সকলে দৈত্যের সঙ্গে ভগবানের বৃষ-যুদ্ধ দর্শন করার জন্য এসেছিলেন।

শ্লোক ২১

আসন্নশৌণ্ডীরমপেতসাধ্বসং
কৃত প্রতীকারমহার্যবিক্রমম্ ।
বিলক্ষ্য দৈত্যং ভগবান্ সহস্রণী-
র্জগাদ নারায়ণমাদিসূকরম্ ॥ ২১ ॥

আসন্ন—প্রাপ্ত হয়ে; **শৌণ্ডীরম্**—শক্তি; **অপেত**—বিহীন; **সাধ্বসম্**—ভয়; **কৃত**—করে; **প্রতীকারম্**—বিরোধ; **অহার্য**—যার বিরোধিতা করা সম্ভব নয়; **বিক্রমম্**—শক্তি; **বিলক্ষ্য**—দর্শন করে; **দৈত্যম্**—দৈত্যকে; **ভগবান্**—পূজনীয় ব্রহ্মা; **সহস্রণীঃ**—সহস্র ঋষিদের নেতা; **জগাদ**—সম্বোধন করেছিলেন; **নারায়ণম্**—ভগবান শ্রীনারায়ণকে; **আদি**—মূল; **সূকরম্**—শূকরের রূপ ধারণকারী।

অনুবাদ

সেই যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে সহস্র ঋষি এবং মহাত্মাদের নেতা ব্রহ্মা সেই দৈত্যকে দেখলেন, সে এমন অভূতপূর্ব শক্তি প্রাপ্ত হয়েছিল যে, কেউই তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে সক্ষম ছিল না। ব্রহ্মা তখন আদি বরাহদেব শ্রীবিষ্ণুকে বললেন।

শ্লোক ২২-২৩

ব্রহ্মোবাচ

এষ তে দেব দেবানামঙ্ঘ্রিমূলমুপেয়ুষাম্ ।
বিপ্রাণাং সৌরভেয়ীণাং ভূতানামপ্যনাগসাম্ ॥ ২২ ॥
আগস্কৃদ্ভয়কৃদ্দুষ্কৃদস্মদ্রাদ্ধবরোঽসুরঃ ।
অন্বেষন্নপ্রতিরথো লোকানটতি কণ্টকঃ ॥ ২৩ ॥

ব্রহ্মা উবাচ—ব্রহ্মা বললেন; **এষঃ**—এই দৈত্য; **তে**—আপনার; **দেব**—হে ভগবান; **দেবানাম্**—দেবতাদের; **অঙ্ঘ্রি-মূলম্**—আপনার চরণ; **উপেয়ুষাম্**—যারা প্রাপ্ত হয়েছে; **বিপ্রাণাম্**—ব্রাহ্মণদের; **সৌরভেয়ীণাম্**—গাভীদের; **ভূতানাম্**—সাধারণ জীবেদের; **অপি**—ও; **অনাগসাম্**—নির্দোষ; **আগঃ-কৃৎ**—অপরাধী; **ভয়-কৃৎ**—ভয়ের উৎস; **দুষ্কৃৎ**—দুষ্কৃতকারী; **অস্মৎ**—আমার থেকে; **রাদ্ধ-বরঃ**—বর লাভ করে; **অসুরঃ**—অসুর; **অন্বেষন**—অনুসন্ধান করে; **অপ্রতিরথঃ**—উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী না থাকায়; **লোকান্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে; **অটতি**—সে পরিভ্রমণ করে; **কণ্টকঃ**—সকলের কণ্টক-স্বরূপ হয়ে।

অনুবাদ

শ্রী ব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান। এই দৈত্যটি দেবতা, ব্রাহ্মণ, গাভী এবং সর্বদাই আপনার শ্রীপাদ-পদ্মের আরাধনার উপর নির্ভরশীল সমস্ত নির্মল ও সরল ব্যক্তিদের কণ্টক-স্বরূপ। সে অনর্থক তাঁদের ক্লেশ প্রদান করায়, তাঁদের ভয়ের কারণ হয়েছে। আমার কাছ থেকে বর লাভ করে সে এক মহাশক্তিশালী দৈত্যে পরিণত হয়েছে, এবং সে সর্বদাই উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্বেষণ করতে করতে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই সেই অসৎ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বিচরণ করে।

তাৎপর্য

দুই শ্রেণীর জীব রয়েছে; তাদের একটিকে বলা হয় সুর বা দেবতা, এবং অন্যটিকে বলা হয় অসুর বা দৈত্য। দৈত্যেরা সাধারণত দেবতাদের পূজা করার প্রতি অনুরক্ত, এবং তারা যে এই প্রকার পূজার মাধ্যমে তাদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য প্রচুর শক্তি লাভ করে, তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। এইভাবে তারা ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং অন্যান্য সমস্ত নিরীহ জীবেদের ক্লেশের কারণ হয়। স্বভাবত অসুরেরা দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং নিরীহ মানুষদের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং তাঁদের নিরন্তর ভয়ের কারণ হয়। অসুরদের কাজ হচ্ছে দেবতাদের থেকে শক্তি লাভ করে তারপর সেই দেবতাদেরই উপহাস করা।

শিবের এক মহান ভক্তের একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, সে শিবের কাছ থেকে বর প্রাপ্ত হয় যে, সে তার হাত দিয়ে যার মাথা স্পর্শ করবে, তার মস্তক তার শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাবে। সেই বর পাওয়া মাত্রই অসুরটি শিবের মস্তক স্পর্শ করে তার সেই বরের কার্যকারিতা পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। এইটি হচ্ছে তাদের মনোভাব। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত কখনও তাঁদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধনের জন্য ভগবানের কাছ থেকে কোন বর প্রত্যাশা করেন না। এমন কি তাঁদের যদি মুক্তি পর্যন্ত প্রদান করা হয়, তাও তাঁরা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। তাঁরা কেবল ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত থেকেই সন্তুষ্ট থাকেন।

শ্লোক ২৪

মৈনং মায়াবিনং দৃপ্তং নিরঙ্কুশমসত্তমম্ ।
আক্রীড় বালবদ্দেব যথাশীবিষমুত্থিতম্ ॥ ২৪ ॥

মা—করো না; **এনম্**—তাকে, ; **মায়া-বিনম্**—মায়াবী; **দৃপ্তম্**—গর্বিত; **নিরঙ্কুশম্**—আত্ম-নির্ভর; **অসৎ-তমম্**—অত্যন্ত দুষ্ট; **আক্রীড়**—খেলা করে; **বাল-বৎ**—বালকের মতো; **দেব**—হে ভগবান; **যথা**—যেমন; **আশীবিষম্**—সর্প; **উত্থিতম্**—উত্থিত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বলতে লাগলেন—হে প্রিয় ভগবান! এই সর্পতুল্য দৈত্যের সঙ্গে খেলা করার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা এ মায়াবী এবং গর্বোদ্ধত, সেই সঙ্গে সে নিরঙ্কুশ এবং ভয়ঙ্কর দুষ্ট।

তাৎপর্য

যখন কোন সর্পকে হত্যা করা হয়, তখন কেউই সেই জন্য দুঃখিত হয় না। গ্রাম্য বালকেরা প্রায়ই সাপের লেজ ধরে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে খেলা করে, তার পর তাকে মেরে ফেলে। তেমনই, ভগবান দৈত্যটিকে তৎক্ষণাৎ সংহার করতে পারতেন, কিন্তু একটি বালক যেমন সাপকে মারার আগে তাকে নিয়ে খেলা করে, তেমনই তিনি তার সঙ্গে খেলা করেছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মা তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন যে, সেই দৈত্যটি যেহেতু অত্যন্ত দুষ্ট এবং সাপের থেকেও অবাঞ্ছিত, তাই তার সঙ্গে খেলা করার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি চেয়েছিলেন যেন অচিরেই তাকে বধ করা হয়।

শ্লোক ২৫

ন যাবদেষ বর্ধেত স্বাং বেলাং প্রাপ্য দারুণঃ ।
স্বাং দেব মায়ামাস্থায় তাবজ্জহ্যঘমচ্যুত ॥ ২৫ ॥

ন যাবৎ—পূর্বে; **এষঃ**—এই দৈত্য; **বর্ধেত**—বর্ধিত হতে পারে; **স্বাম্**—তার নিজের; **বেলাম্**—আসুরিক সময়; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **দারুণঃ**—ভয়ঙ্কর; **স্বাম্**—আপনার নিজের; **দেব**—হে ভগবান; **মায়াম্**—অন্তরঙ্গা শক্তি; **আস্থায়**—প্রয়োগ করে; **তাবৎ**—তৎক্ষণাৎ; **জহি**—সংহার করুন; **অঘম্**—পাপীকে; **অচ্যুত**—হে অচ্যুত।

অনুবাদ

ব্রহ্মা বললেন—হে ভগবান। আপনি অচ্যুত। আসুরিক বেলা উপস্থিত হওয়ার পূর্বে আপনি দয়া করে এই পাপী দৈত্যটিকে সংহার করুন, কেননা তখন সে তার অনুকূল অন্য কোন ভয়ঙ্কর শরীর ধারণ করতে পারে। আপনার অন্তরঙ্গা শক্তির দ্বারা আপনি নিঃসন্দেহে একে সংহার করতে পারেন।

শ্লোক ২৬

এষা ঘোরতমা সন্ধ্যা লোকচ্ছম্বট্‌করী প্রভো ।
উপসর্পতি সর্বাত্মন্ সুরাণাং জয়মাবহ ॥ ২৬ ॥

এষা—এই; **ঘোর-তমা**—ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন; **সন্ধ্যা**—সায়ংকাল; **লোক**—বিশ্বের; **ছম্বট্-করী**—বিনাশকারী; **প্রভো**—হে ভগবান; **উপসর্পতি**—ঘনিয়ে আসছে; **সর্ব-**

আত্মন্—হে সমস্ত আত্মার আত্মা; সুরাণাম্—দেবতাদের; জয়ম্—জয়; আবহ—আনয়নকারী।

অনুবাদ

হে ভগবান! সমস্ত জগৎ আচ্ছাদনকারী ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন সন্ধ্যা দ্রুত ঘনিয়ে আসছে। যেহেতু আপনি সমস্ত আত্মার আত্মা, তাই দয়া করে তাকে হত্যা করে, আপনি দেবতাদের বিজয় সম্পাদন করুন।

শ্লোক ২৭

অধুনৈষোঽভিজিন্নাম যোগো মৌহূর্তিকো হ্যগাৎ ।
শিবায় নস্ত্বং সুহৃদামাশু নিস্তর দুস্তরম্ ॥ ২৭ ॥

অধুনা—এখন; এষঃ—এই; অভিজিৎ নাম—অভিজিৎ নামক; যোগঃ—শুভ; মৌহূর্তিকঃ—মুহূর্ত; হি—অবশ্যই; অগাৎ—প্রায় গত হয়েছে; শিবায়—মঙ্গলের জন্য; নঃ—আমাদের; তম্—আপনি; সুহৃদাম্—আপনার সখাদের; আশু—শীঘ্রই; নিস্তর—মীমাংসা করুন; দুস্তরম্—দুর্জয় শত্রু।

অনুবাদ

বিজয়ের জন্য সব চাইতে উপযুক্ত অভিজিৎ নামক শুভ যোগ, যা মধ্যাহ্নে শুরু হয়েছিল তা গতপ্রায়; তাই, আপনার সুহৃৎদের মঙ্গলের জন্য আপনি অচিরেই এই দুর্জয় শত্রুকে বধ করুন।

শ্লোক ২৮

দিষ্ট্যা ত্বাং বিহিতং মৃত্যুময়মাসাদিতঃ স্বয়ম্ ।
বিক্রম্যৈনং মৃধে হত্বা লোকানাধেহি শর্মণি ॥ ২৮ ॥

দিষ্ট্যা—সৌভাগ্যক্রমে; ত্বাম্—আপনাকে; বিহিতম্—স্থির হয়েছে; মৃত্যুম্—মৃত্যু; অয়ম্—এই অসুরের; আসাদিতঃ—উপস্থিত হয়েছে; স্বয়ম্—সে নিজেই; বিক্রম্য—আপনার শৌর্য প্রদর্শন করে; এনম্—তাকে; মৃধে—দ্বন্দ্ব যুদ্ধে; হত্বা—বধ করে; লোকান্—জগৎকে; আধেহি—স্থাপন করুন; শর্মণি—শান্তিতে।

অনুবাদ

সৌভাগ্যক্রমে এই দৈত্যটি স্বেচ্ছায় আপনার কাছে এসেছে, এবং আপনার দ্বারাই এর মৃত্যু হবে বলে স্থির হয়েছে; তাই, আপনার বিক্রম প্রকাশ করে, আপনি একে যুদ্ধে বিনাশ করে জগতে শান্তি স্থাপন করুন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'বরাহদেবের সঙ্গে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের যুদ্ধ' নামক অষ্টাদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য ।